لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

# পাইগাম

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায় ঃ ১৭শ বর্ষ ঃ ১৫ই অক্টোবর ঃ ১৯৬৩ সন ঃ ১১শ সংখ্যা

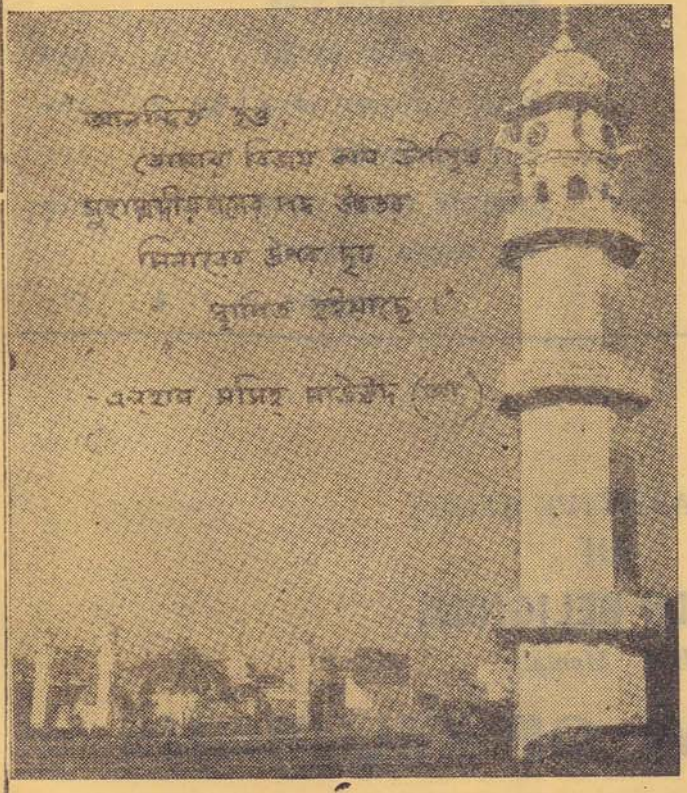

মিনারাতুল মসিহ্ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
( কাদিয়ান )

## 'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্-তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদা-তা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—

আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি ( আইঃ )

সম্পাদক ঃ—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

আহ্‌মদী
১৭শ বর্ষ

# সূচীপত্র

১১শ সংখ্যা
১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৩


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ॥ কোরআন করীমের অনুবাদ | ॥ মৌলবী মোহাম্মাদ | ২৪৯ |
| ॥ হাদিস | ॥ মৌলবী মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ | ২৫০ |
| ॥ হযরত মসিহ্ মাউদ ( আঃ)-এর অমৃতবাণী | ॥ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ | ২৫২ |
| ॥ জুমআর খুতবা | ॥ হযরত খলীফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ) | ২৫৩ |
| ॥ আহ্‌মদী আমাদের ভাই | ॥ দৈনিক আল-ফজল হইতে উদ্ধৃত | ২৬০ |
| ॥ পরকাল | ॥ মৌলবী মোহাম্মাদ | ২৬২ |
| ॥ জলসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ | ॥ মোহাম্মাদ সামসুর রহমান | ২৬৬ |
| ॥ সংগ্রহ | ॥ আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল | ২৭০ |


For

COMPARATIVE STUDY
Of
WORLD RELIGIONS
*Best Monthly*

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from
RABWAH ( West Pakistan )

পাক্ষিক

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

وعلی عبده المسیح الموعود

# পাইগাম

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ :: ১৫ই অক্টোবর : ১৯৬৩ সন : ১১শ সংখ্যা

## কোরআন করীমের অনুবাদ

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্ বাকারাহ্

### ছত্রিশ রুকু

২৬২। যাহারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তাহাদিগের (এই দানের) দৃষ্টান্ত সেই শষ্য বীজের ন্যায় যাহা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে, (এবং) প্রত্যেক শীষে একশত দানা হয়। এবং আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন (উহা অপেক্ষাও) বাড়াইয়া (বাড়াইয়া) দিয়া থাকেন। এবং আল্লাহ্ মহাদাতা, সর্বজ্ঞাতা।

২৬৩। যাহারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তাহার পর যাহা খরচ

করিয়াছে তাহার খোঁটা দেয় না এবং কষ্ট দেয় না তাহাদিগের প্রভুর নিকট পুরস্কার রহিয়াছে এবং তাহাদিগের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুর্ভাবনাগ্রস্ত হইবে না।

২৬৪। একটি মিষ্টকথা ও ক্ষমা সেই দান হইতে উৎকৃষ্টতর যাহার পর কষ্ট দেওয়া হয়, এবং আল্লাহ্ স্বয়ং সম্পূর্ণ ও ধৈর্যশীল। হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের দানকে খোঁটা ও কষ্টদান দ্বারা ব্যর্থ করিয়া ফেলিও না সেই ব্যক্তির ন্যায় যে মানুষকে দেখাইবার জন্য নিজ ধন ব্যয় করে, (অথচ) সে আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস করে না। তাহার দৃষ্টান্ত সেই মৃত্তিকা আবৃত মসৃন বৃহৎ প্রস্তরের ন্যায়, যাহার উপর মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইলে উহা বন্ধুর অনুর্বর অবস্থায় রহিয়া যায়। (ইহারা এমন লোক যে) নিজেদের কৃতকর্মের কিছু (সুফল) লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এবং আল্লাহ্ এই শ্রেণীর অবিশ্বাসীদিগকে (সাফল্যের) পথ দেখান না।

(ক্রমশঃ)

# হাদিস

## মৌলবী মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ

عذب فمن ادرك منكم فليقع فى الذى يراه ناراً فانه ماء عذب طيب متفق عليه وزاد مسلم وان الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب عينيه كافر يقراه كل مومن كاتب وغير كاتب -

وعن حذيفة عن النبى صلے الله عليه وسلم قال ان الدجال يخرج وان معه ماء ونارا فاما الذى يراه الناس ماء فنار تحرق واما الذى يراه الناس ناراً فماء نارد

"হযরত হুযায়ফা হইতে বর্ণিত : নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই দাজ্জাল বাহির হইবে, এবং তাহাদের সহিত আগুন ও পানি থাকিবে। মানুষ যাহাকে পানি মনে করিবে উহা আগুন হইবে। উহা জ্বালাইয়া দিবে। এবং মানুষ যাহাকে আগুন মনে করিবে উহা শীতল মিষ্টি পানি হইবে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেহ সে যুগ পাইবে, মানুষ যাহা আগুন মনে করিবে উহাতে যেন সে প্রবেশ করে, কেননা নিশ্চয়ই উহা শীতল ও মিষ্টি পানি হইবে। ইহা বোখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত রেওয়ায়েত। মুসলিম শরীফে আরও বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই দাজ্জালের চক্ষু জ্যোঃতি বিহীন হইবে, মোটা অক্ষরে তাহা কপালে 'কাফের' লিখা থাকিবে প্রত্যেক মোমেন বা ইমানদার ব্যক্তি শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই উহা পড়িতে পারিবে।"

পূর্ব বর্ণিত হাদিসে দাজ্জালের সহিত বেহেস্ত এবং দোযখের কথা আছে; কিন্তু এই হাদিসে উহার সহিত আগুন পানির কথা আছে। প্রকৃত পক্ষে আগুন পানির 'তাবিল' বেহেস্ত। দোযখের দ্বারা করা হইয়াছে বা বেহেস্ত দোযখের তাবিল আগুন পানির দ্বারা করা হইয়াছে। সুতরাং মর্মের দিক দিয়া এ দুই একই কথা। বর্তমান দুনিয়ার প্রতি এক নজর দিলে অতি সহজে বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ এদেশে আসিয়া মানুষকে ভোগবিলাস ও আরাম আয়েশের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া শান্তি হইতে দূরে রাখিয়াছে, যাহা ইহলোকে তাহার জন্য স্বর্গ। শান্তির প্রতিষ্ঠা ব্যতীত মানুষের কৃত্রিম আরাম আয়েশ দোযখে পরিণত হইয়াছে। আজ বুর্জয়া শ্রেণীর শোষণ নীতির ফলে মানব জাতি পিষ্ট হইয়া নিঃস্ব ও নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছে। হায়! তবুও মানুষ দাজ্জালের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে নাই, এখনও যদি দাজ্জালের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া হযরত মসিহে মওউদ আঃ-এর ঝাণ্ডাতলে আসিয়া হৃত-সর্বস্ব মুসলিম জাতি দাজ্জালিয়তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তাহা হইলে তাহারা কিছুদিনের মধ্যেই এই আজাব হইতে মুক্তি পাইবে।

এই হাদিসে আর একটি কথা নবী করীম (সঃ) বলিয়াছেন, 'দাজ্জালের কপালে বড় বড় অক্ষরে 'কাফের' লিখা থাকিবে। উহা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল ইমানদার ব্যক্তিই পড়িতে পারিবে।' এই কথাটিও যে তাবিলযুক্ত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কেননা দাজ্জালের কপালে বা অদৃষ্টে কাফের শব্দ লিখা শিক্ষিত লেখা পড়া জানা লোক না হয় পড়িয়া লইলেন, কিন্তু যাহাদের অক্ষর পরিচয় আদৌ নাই তাহারা কি ভাবে পড়িবে? প্রকৃত কথা হইল অদৃষ্টের লিখা পড়িবার জন্য আঁ-হযরত (দঃ) ইমানকে মাপকাঠি নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। যাহার ইমান আছে সেই ব্যক্তিই দাজ্জালের কপালে 'কাফের' লিখা পড়িতে পারিবে। যাহার ইমান

নাই সে ডিগ্রীধারী হইলেও উহা পড়িতে পারিবে না। দাজ্জালের ধোকা, ফেরেব, ডিপ্লোমেসি, বেইমানী এবং তেলেসমাতী ইত্যাদি হইতে নিজকে রক্ষা করার জন্য ইমানী জ্যোঃতির প্রয়োজন। ইহা ব্যতিরেকে দাজ্জালের ফেরেব হইতে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।

০

# হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃত বাণী

অনুবাদক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

## আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

এই জমাতের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য জিহ্বা, কর্ণ, চক্ষু এবং প্রত্যেকটি অঙ্গের মধ্যে 'তকওয়া' সঞ্চারিত করা। তকওয়ার আলো উহার ভিতরেও থাকিবে এবং বাহিরেও রহিবে। জামাতকে উত্তম 'আখলাক' ( আচার ব্যবহার )-এর উচ্চতম আদর্শ হইতে হইবে, এবং কেহ যেন অযথা ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রভৃতির বশীভূত না হয়। আমি দেখিয়াছি যে, জমাতের অধিকাংশ লোকের মধ্যে এখন পর্যন্ত ক্রোধের বশীভূত হওয়ার দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে। অল্প অল্প কথায় পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা এবং বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় এবং একে অন্যের সহিত ঝগড়া শুরু করিয়া দেয়। এইরূপ লোকের জমাতের মধ্যে কোন স্থান নাই। আমি ইহা বুঝিতে পারি না যে, গালি দিলে উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিলে কি অসুবিধা হয়? প্রত্যেক জমাতের এস্‌লাহ্ বা সংস্কার সর্ব প্রথম আখ্‌লাক বা চরিত্র-গঠন দ্বারা আরম্ভ হইয়া থাকে। জমাত ইহার ভিত্তিতে উত্তমরূপে তরবিয়তে উন্নতি লাভ করে। এবং ইহার জন্য সব চাইতে উত্তম উপায়—যদি কেহ গাল মন্দ দেয়, তাহা হইলে আন্তরিক বেদনার সহিত তাহার জন্য দোয়া করা, যেন আল্লাহ্ তাহার সংশোধন করেন এবং নিজের মনের মধ্যে বিদ্বেষ ভাবকে কোন প্রকারে যেন বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া না হয়। যেমন দুনিয়ার আইন আছে, তেমনি আল্লাহ্‌রও আইন আছে। যখন দুনিয়া নিজের আইনকে পরিত্যাগ করে না, তখন আল্লাহ্ তাঁহার আইনকে কেন পরিত্যাগ করিবেন।

সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে পরিবর্তন না ঘটিবে; ততক্ষণ তাঁহার ( খোদার ) নিকট তোমাদের কিছুই মূল্য নাই। নম্রতা,

ধৈর্য্য এবং ক্ষমা ইত্যাদি প্রকৃষ্ট গুণাবলীর স্থলে পশুত্বকে আল্লাহ্-তা'লা কখনও পছন্দ করেন না। যদি তোমরা এই উৎকৃষ্ট গুণ-গুলিতে উন্নতি করিতে পার, তাহা হইলে তোমরা অতি শীঘ্র খোদাকে লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু, আমি দুঃখিত যে, জামাতের একাংশ এখনও আখলাকের দিক দিয়া দুর্বল। ইহার জন্য শুধু বিরুদ্ধবাদীগণ আনন্দ ভোগ এবং নিন্দাবাদই করে না বরং তাহারা নিজেদের নৈকট্যের উচ্চস্থান হইতে নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

( বক্তৃতার সমষ্টি, পৃঃ ৫ )

○

তুমি যদি আত্মজয় করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি নিজেই তোমার সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু।—সাদী

# জুমআর খুতবা

## হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি ( আইঃ )

সত্যকার বিশ্বাসী হইতে হইলে ভয় ও আশার মধ্যে জীবন যাপন কর। ভয় এবং আশার মিশ্রণে একদিকে তীব্র জাগরণ এবং অপর দিকে চরম কোরবানী করিবার সৌভাগ্য হয়।

হুজুর ( আইঃ ) সুরা ফাতেহা পাঠের পর কোরআন করীমের নিম্ন লিখিত আয়াত পাঠ করেন :

تتجافى جنوبهم عن المضاجع

يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون -

অর্থাৎ—তাহাদিগের পার্শ্বদেশ তাহাদিগের বিছানা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাহারা

তাহাদের প্রভুকে ডাক দেয় ভয় ও আশায় এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা হইতে খরচ করে।

(সুরা সিজদা, ২য় রুকু)

ইহার পর তিনি বলেন: প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে গুরুত্ববোধ অনুযায়ী জাগরণের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির জাগরণের মধ্য দিয়া আন্দাজ পাওয়া যায় যে, তাহার মধ্যে কতখানি দায়িত্ববোধ জন্মিয়াছে। কোরআন করীমের বিভিন্ন স্থান হইতে জানা যায় যে, মানুষের জীবনের সফলতার ভিত্তি ভয় ও আশার উপর প্রতিষ্ঠিত। এরূপ ব্যক্তির মস্তিষ্কে ভয় ও আশার ভাব সমান ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নিজের দুর্বলতার জন্য তাহার ভয় হয় এবং খোদা-তা'লার অনুগ্রহ, প্রতিজ্ঞা ও শক্তির কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে আশার উদ্ভব হয়। তাহার ভয় এই জন্য হয় যে, তাহার দুর্বলতা এবং শৈথিল্য তাহাকে নষ্ট করিয়া না ফেলে এবং ইহা স্মরণ করিয়া তাহার মনে আশা জাগে যে, খোদা-তা'লার অনুগ্রহ ও শক্তি তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইবে এবং তাহাকে নিমজ্জিত হইতে দিবে না। যেরূপ প্রত্যেক বস্তুর ছায়া আছে এবং প্রত্যেক কাজের ফল আছে, সেইরূপ আমাদিগের মনে ভয় ও আশারও ছায়া পড়িয়া থাকে। অভ্যাস বশতঃ যে সব কাজ করা যায়, তাহার কোন মূল্য নাই। বাকী সকল কাজই ফল উৎপাদন করিয়া থাকে এবং উহা কোনও না কোন প্রভাব রাখিয়া যায়। অভ্যস্ত কাজ অপ্রকৃতিগত বা প্রকৃতিগত হইতে পারে। পুণ্যের তুলাদণ্ডে ইহাদের কোন মূল্য নাই। আমরা নিঃশ্বাস গ্রহণ করি; কিন্তু আমরা ইহার প্রভাব বুঝি না। হৃদয় স্পন্দিত হয়। কিন্তু আমরা তাহা অনুভব করি না। আমরা কান দিয়া শ্রবণ করি; কিন্তু উহাতে কোন নূতনত্ব অনুভব করি না। এইগুলি প্রকৃতিগত কাজ। খোদা-তা'লার নিকটে এই কাজগুলির জন্য আমরা পুরস্কারের আশা রাখিতে পারি না। আমাদের কোন হক নাই যে, খোদা-তা'লার নিকট আবেদন জানাই যে, আমরা কান দ্বারা শুনিয়াছি অতএব আমাদিগকে কি পুরস্কার দেওয়া হইবে; আমাদের হৃদয় স্পন্দিত হইয়াছে, ইহার জন্য আমরা কি পুণ্য পাইব এবং আমরা নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়াছি, ইহার জন্য আমরা কি পুরস্কার পাইব। তদ্রূপ অপ্রাকৃতিক অভ্যাসও বেকার হইয়া থাকে। যথা—কোন কোন লোকের নিজের কোন অঙ্গ সঞ্চালনের অভ্যাস থাকে। কেহ স্কন্ধ নাড়িতে থাকে। কেহ কেহ চক্ষু মিচকাইতে থাকে। এই অভ্যাসগুলি আপনা আপনি জন্মায় না। এই রূপ অভ্যাসের জন্য কোন না কোন কারণ থাকে। উহা বিশ্লেষণ করিবার ক্ষেত্র এখন নহে এবং এখানে তাহার প্রয়োজনও নাই। যাহা হউক অনেক লোক কতকগুলি কাজ অভ্যাস বশতঃ করিয়া থাকে।

উহার জন্য তাহারা খোদা-তা'লার নিকট পুরস্কার পাইবার অধিকারী হয় না। এইগুলি অপ্রাকৃতিক অভ্যাস। ইহার জন্য কোন শাস্তিও নাই এবং কোন পুরস্কারও নাই। এইগুলি ব্যতিরেকে অপরাপর কাজ মানুষের উপর প্রভাব রাখিয়া যায় এবং উহার ফলে তাহার মধ্যে কোনও না কোন পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। কখনও চিন্তাধারার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়, কখনও মনোভাবের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয় এবং কখনও উহার ফলে জড়ের মধ্যেও কোন পরিবর্তন দেখা দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোন খানে যদি কোন ইট উচু হইয়া পড়িয়া থাকে; কিংবা ইটের কুচি পড়িয়া থাকে এবং উহার উপর কেহ বসিয়া অসুবিধা ভোগ করা হেতু নড়া চড়া করে তাহা হইলে ইট বা ইটের কুচি নড়িতে থাকিবে। ইট উঁচু হইয়া থাকিলে সে তাহার দেহের উঁচু অংশ তাহার উপর স্থাপন করিয়া বসিবে অথবা সেই জায়গা হইতে সরিয়া বসিবে কিংবা হাত দিয়া উক্ত ইট বা ইটের কুচিগুলিকে সরাইয়া ফেলিবে। মোট কথা প্রত্যেক ছোট বা বড় গতি পরিবর্তনেরই ফল দেখা যায়। অনুরূপ ভাবে আশা এবং ভয় মানুষের মধ্যে এক পরিবর্তন আনিয়া দেয়। ভয় হইলে মানুষের মধ্যে জাগরণের সৃষ্টি হয়। যখন কোন ব্যক্তি জঙ্গলের মধ্যে দিয়া চলিতে থাকে এবং তাহার মনে ভয় হয়, না জানি কোথায় ব্যাঘ্র, চিতা বা অপর কোন হিংস্র জন্তু চলিয়া বেড়াইতেছে, তখন তাহার মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে এক জাগরণের সৃষ্টি হয় এবং সে সতর্ক হইয়া উঠে। তাহার মধ্যে ভয়ের ভাব জাগে এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র শব্দেও চকিত হইয়া ডাহিনে বামে অগ্রে, পশ্চাতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে থাকে। তখন গাছের একটি ক্ষুদ্র শাখা নড়িলেও সে লাফ দিয়া সম্মুখে দৌড়াইয়া যায়, যেহেতু তাহার মনে ব্যাঘ্র, চিতা বা অপরাপর হিংস্র জন্তুর চিন্তা ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। যদি কোন ব্যক্তির মনে সন্দেহ জাগে যে, তাহার শত্রু তাহার পশ্চাৎধাবন করিতেছে তাহা হইলে সে দৌড়াইতে দৌড়াইতে মাঝে মাঝে পিছন দিকে ফিরিয়া দেখিতে থাকিবে। যদি কাহারও মনে সন্দেহ হয় যে নিকটে সাপ আছে তাহা হইলে সে আকাশের দিকে অথবা নিজের ডাহিনে বামে না তাকাইয়া নিজের পায়ের দিকে দেখিতে থাকিবে। মোট কথা ভয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী তাহার মধ্যে নড়ন চড়নের তারতম্য হইবে। যদি তাহার ভয় হয় যে, শত্রু তাহার পিছন পিছন আসিতেছে বা ব্যাঘ্র বা হিংস্র পশুর ভয় হয়, তাহা হইলে সে জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে চারিদিকে দেখিতে থাকিবে। প্রত্যেক ভীতির সহিত বিশেষ প্রকারের নড়ন চড়নের সৃষ্টি হয়। আশার সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। পুত্রের আগমনের সংবাদে মায়ের রাত্রি জাগরণে কাটে। মৃদু মন্দ বায়ু সঞ্চরণে দরজার কপাটে আঘাত লাগিয়া

খট খট শব্দ হওয়া স্বাভাবিক। গ্রামের সকল মহল্লার সকল কপাট হইতেই ঐরূপ শব্দ হয়। কিন্তু যে মা পুত্রের অপেক্ষায় বসিয়া আছে সে যখন দরজা নড়ার শব্দ শুনে তখন উচ্ছসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠে 'বাবা কি এলি?' এই কথা বলিয়াই সে দ্রুতবেগে দরজার দিকে যায়, কিন্তু সেখানে সে কাহাকেও পায় না। সুতরাং ভয়ের ন্যায় আশাও ক্ষেত্র অনুযায়ী এক বিশেষ গতির সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে আশা কয়েক প্রকারের কোরবাণী উৎপন্ন করে। কোন মানুষের মনে যদি বিপৎপাতের আশঙ্কা হয়, তবে সে চিন্তিত হয়। যখন কোন ব্যক্তি শুনে যে, ডাকাত পড়িবে এবং সম্ভবতঃ তাহারই বাড়িতে তাহা হইলে সে, এই খবর শুনিবার পর পরটা তৈরি করিতে বসিবে না; বরং সে সতর্ক হইবে এবং মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিবে। যখন কোন ব্যক্তি কোন মেহমানের আসার আশা করে তখন তাহার জন্য খাবার তৈরি করিয়া রাখে যেন মেহমান আসিলে তাহাকে পানাহার করাইতে পারে এবং মিষ্টান্ন ও ফল উপস্থিত করিতে পারে। কিন্তু ভয়ের জন্য মানুষ জাগ্রত ও সতর্ক হয়। তোমাদের সম্মুখে এ যাবৎ যে মজমুনের মুখবন্ধ স্বরূপ বর্ণনা করিলাম ইহা উপরে লিখিত কোরআনে করীমের আয়েতে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون -

পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা প্রত্যেক মজমুনকে নূতন নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে এরূপ ভাবে বর্ণনা করে যে, মানুষের বুদ্ধি হয়রান হইয়া যায়। এই আয়াতের কেন্দ্রীয় বিষয় বস্তু হইল ভয় এবং আশা। খোদা-ত'লার সহিত মোমেনের সম্বন্ধ ভয় ও আশার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কতকগুলি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করারও প্রয়োজন ছিল, যথা ভয় ও আশার দ্বারা কি কি ফল উৎপাদিত হয়। ইহা করিবার আর একটি পদ্ধতি ছিল, যথা—উভয় বিষয় একত্রে বর্ণনা করা। আরও এক এই পদ্ধতি ছিল যে, প্রথমে একটি বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিয়া দ্বিতীয় বিষয় এবং উহার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা। তৃতীয় পদ্ধতি ইহাই ছিল যে, বিষয় গুলিকে একত্রে বলিয়া প্রত্যেক বিষয়কে দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণনা করা। প্রথম পন্থা হইল ভয় ও আশা একত্রে বর্ণনা করিয়া পরে উভয়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া। দ্বিতীয় পন্থা ভয়ের বিষয় বলিয়া উহার দৃষ্টান্ত দেওয়া। তৃতীয় পন্থা হইল ভয় এবং আশার উল্লেখ করিয়া প্রথমে আশার দৃষ্টান্ত দিয়া পরে ভয়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া। কোরআন করীমে বিভিন্ন স্থানে এইরূপ পন্থা ব্যবহার করা হইয়াছে; কিন্তু এখানে আর এক পন্থা প্রয়োগ করা

হইয়াছে। বিষয়গুলি প্রথমে বর্ণনা করা হইয়াছে কিন্তু উহাদের প্রভাব বলিতে গিয়া ভয়ের বিবরণ প্রথম দেওয়া হইয়াছে, যেহেতু বিষয়গুলির মধ্যে ভয়ের শব্দ প্রথম ব্যবহার করা হইয়াছিল। আশার বিষয় পরে বলা হইয়াছে, যেহেতু আশার উল্লেখ ভয়ের পরে করা হইয়াছে। এইভাবে বিষয়গুলিকে একত্র করা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ের ফল প্রত্যেক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা একটি সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য। যেমন বর্ণিত হইয়াছে,

تتجا فى جنوبهم عن المضا جع

يد عون ربهم خوفا

অর্থাৎ "তাহাদিগের পার্শ্ব দেশ বিছানা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং ভয়ে তাহারা ভীত হইয়া বলিয়া উঠে, হে খোদা! আমাদের সম্মুখে বিপদ, তুমি আমাদিগকে সাহায্য কর।"

(সুরা সিজদা, ২য় রুকু)

ইহার পর আশার উল্লেখ অসিয়াছে এবং তাহার ফল বর্ণনা করা হইয়াছে।

ممارزقنهم ينفقون

অর্থাৎ "তাহারা ভবিষ্যত লাভের আশায় নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করিয়া থাকে।" এখানে দুইটি বিষয় একত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু উহাদের প্রভাব পৃথক পৃথক বর্ণিত হইয়াছে। যখন তুমি জানিতে পার যে, তোমার সন্তান আসিতেছে তখন তুমি শুধু জাগিয়াই থাক না, পরন্তু তাহার জন্য আহার্য বস্তুও প্রস্তুত করিয়া রাখ। তেমনি আল্লাহ্-তা'লা বলেন, "তাহারা আপন প্রভুকে আশাভরে ডাক দিয়া থাকে এবং আমরা যাহা কিছু তাহাদিগকে দিয়াছি তাহার মধ্য হইতে তাহারা খরচ করে।" যেমন সন্তানের আগমন উপলক্ষে মাতাপিতা অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে, সেইরূপ ঐসকল লোকেরা করিয়া থাকে। প্রথম অবস্থার দরুণ তাহাদের রাত্রি জাগরণে কাটে এবং দ্বিতীয় অবস্থার দরুণ তাহাদিগের দিবস ব্যয় কার্যে অতিবাহিত হয়। ভয় তাহাদিগকে মধ্য রাত্রে জাগরণে উদ্বুদ্ধ করে; এবং আশা তাহাদিগকে দিবাভাগে ব্যয়ের দিকে আকৃষ্ট করে। কৃষক নিজের মূল্যবান শস্য এই জন্য ক্ষেত্রে বপন করে যে, তাহার আশা থাকে বীজ অঙ্কুরিত হইবে ও ফসল ফলিবে। ছাত্র দিনের বেলা স্কুলে যায় এই আশায় যে, সে পরীক্ষায় পাশ করিবে এবং ভালভাবে জীবন জাপন করিতে পারিবে। ব্যবসায়ী দোকানে যায় এবং শিল্পী কারখানায় যায় এই জন্য যে, তাহারা ভাল ফলের আশা রাখে। এইভাবে রহমানের দাসের গুণ বর্ণনা করিয়া আল্লাহ বলিয়াছেন

تتجا فى جنوبهم عن المضا جع

অর্থাৎ "তাহাদের দেহের পার্শ্বদেশ বিছানা হইতে পৃথক হইয়া যায়।'

يدعون ربهم خوفا

অর্থাৎ "তাহারা আল্লা-তা'লাকে এই ভয়ে ডাক দেয়যেন শয়তান এবং তাহার সহযোগীগণ ডাকাতি করিয়া তাহাদের ইমান নষ্ট করিয়া না ফেলে।"

وطمع অর্থাৎ 'এবং আশা'। কিন্তু তাহাদিগের সহিত আল্লাহ্-তা'লার দুইটি সম্বন্ধ। এক সম্বন্ধ,—মালেকে ইয়াওমিদ্দীনের আর এক সম্বন্ধ রাবের। মালেকে ইয়াওমিদ্দীনের দিক হইতে ভয়ের ভাব এবং রবুরিয়াতের দিক হইতে মাতাপিতা অপেক্ষাও গভীরতর ভালবাসার সম্বন্ধ হইয়া থাকে। রবুবিয়াতের সম্বন্ধের দিক দিয়া সে যথেষ্ট ব্যয় করিয়া থাকে। যেমন মাতাপিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পুত্র যখন আগমন সংবাদ জানায় যে, সে তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে, তখন তাহার জন্য তাহারা তাড়াতাড়ি পানাহারের প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়া দেয়।

এই দুইটী ভাব (অর্থাৎ ভয় ও আশা) এমন যে, ইহাদের দ্বারা মানুষ নিজের ইমানকে যাচাই করিয়া লইতে পারে। আমাদিগের জামাত যাহা এক মামুর ও মুরছেলের জামাত, তাহাদের মধ্যে উক্ত ভাব দুইটি থাকা অত্যন্ত জরুরী। আমি এ কথা বলিতে চাইনা যে, আমাদের জামাতে এই দুইটি ভাব পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই দুই ভাবই আমার জামাতে বর্ত্তমান। কিন্তু অনেকের মধ্যে এই ভাব দুইটি বিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আমাদের জামাতে এমন লোক পাওয়া যায় যাহাদিগের বিষয়ে কোরআন মজীদে বর্ণিত আছে :

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقنهم ينفقون ٠

কিন্তু বর্ত্তমানে অর্দ্ধেক জামাত এই আয়েতের একাংশের অনুযায়ী হইয়াছে এবং বাকি অর্দ্ধেক জামাত আয়েতটির দ্বিতীয় অংশ অনুযায়ী দৃষ্ট হয়। আমি দেখিতে পাই যে, অর্দ্ধেক জামাত ভয়ের দৃষ্টান্তস্থল। বিন্দুমাত্র ভয়ের অবস্থা ঘটিলে তাহারা চঞ্চল হইয়া বলিতে থাকে যে, না জানি এখন কি ঘটিবে। এবং বাকি অর্দ্ধেক ভ্রান্ত আশায় ঘুমাইয়া আছে। তাহারা মনে করিয়া থাকে যে, ইসলামকে বিস্তার দেওয়া আল্লাহ্-তা'লার নিজের কাজ। তিনি নিজেই এ কাজ করিবেন। আমাদের চিন্তা করিবার কি প্রয়োজন? একটি গল্প প্রসিদ্ধ আছে যে, জোহা নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আলেম ছিলেন এবং তাঁহার হাসি তামাসা করিবার অভ্যাস ছিল। তিনি কোনখানে যাওয়ার পথে এক গ্রামে অবস্থান করিলে, গ্রাম বাসীগণ তাঁহাকে ধরিয়া বসিল যে, তাঁহাকে জুমআর নামাজ পড়াইতে হইবে। তিনি অস্বীকার করিলেন। কিন্তু গ্রামবাসীগণ নাছোড়বান্দা হওয়ায়। অবশেষে তিনি স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাহার মন ইহা চাহিতেছিল না। যখন তিনি খুতবার জন্য দাঁড়াইলেন তখন তিনি বলিলেন, 'হে জন

মণ্ডলী! তোমরা কি জান, আজ আমি কি বলিব?" তখন সকলে উত্তর দিল যে তাহারা কিছুই জানে না। তখন তিনি বলিলেন, "যখন তোমরা জান না যে 'আমি কি বলিব, তখন আমি তোমাদিগকে কি বলিব?" এই বলিয়া তিনি মেম্বার হইতে নামিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় জুমআতেও গ্রামবাসীগণ পুনরায় তাঁহাকে জুমআর নামাজ পড়াইবার জন্য চাপিয়া ধরিল এবং তাহারা আপোষে পরামর্শ করিল যে, যখন মৌলবী সাহেব জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তোমারা কি জান, আমি কি বলিব?' তখন সকলে মিলিয়া বলিয়া উঠিবে, 'হাঁ আমরা জানি'। যখন মৌলবী সাহেব খুতবার জন্য দাড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে জনমণ্ডলী! তোমরা কি জান, আজ আমি কি বলিব?' তখন সকলে বলিয়া উঠিল, 'হা আমরা জানি আপনি কি বলিবেন।' মৌলবী সাহেব বলিলেন, "তোমরা যখন জান আমি কি বলিব, তখন আমার আর বলার কি প্রয়োজন?" এই বলিয়া তিনি মেম্বার হইতে নামিয়া আসিলেন। মৌলবী সাহেবের ঐ গ্রামে অবস্থান কিছু দীর্ঘ হইয়া পড়িল এবং তৃতীয় জুমআও ঐ গ্রামেই আসিয়া গেল। গ্রামবাসীগণ পুনরায় পরামর্শ করিলে যে, 'আমরা নিশ্চয় মৌলবী সাহেবের খুতবা শুনিব, এবং তাহারা স্থির করিল যে, যখন মৌলবী সাহেব বলিবেন, 'তোমরা কি জান, আমি কি বলিব?,' তখন কতকজন বলিবে 'হাঁ' ও কতকজন বলিবে 'না'। যখন মৌলবী সাহেব দাড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'তোমরা কি জান, আমি তোমাদিগকে কি বলিব?" তখন একদিক হইতে উত্তর আসিল, 'হাঁ' এবং আর একদিক হইতে উত্তর আসিল, 'না'। মৌলবী সাহেব বলিলেন, "যাহারা বলিয়াছে যে, তাহারা জানে তাহারা যেন 'জানি না' বলিয়াছে যাহারা তাহাদিগকে বলিয়া দেয়।" ইহা একটি গল্প হইলেও ইহার মধ্যে একটি শিক্ষা রহিয়াছে। আমাদের জামাতের যে অংশ ভয়-গ্রস্ত তাহাদিগকে আমি বলিতে চাই যে, তাহাদের কিছু ভয়ের অংশ আশার বেহেস্ত-বাসীগণকে যেন দিয়া দেয়, এবং যাহারা আশার বেহেস্তবাসী তাহাদের নিকট আমার বক্তব্য এই যে, তাহাদের কিছু আশার অংশ ভয়গ্রস্তদিগকে যেন দিয়া দেয় এবং এইভাবে উভয়েরই ঈমান যেন ঠিক হইয়া যায়। কোরআন করীমে ঈমানদারদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে :

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ۰

মোমেনগণ ভয় ও আশার মধ্যে জীবন যাপন করে। ভয়ে তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হয় না এবং আশায় সে শিথিলকর্ম হয় না। মোটকথা আশা কোরবাণী উৎপন্ন করিয়া থাকে এবং ভয় জাগরণ। যে ভয় আশার সহিত মিশ্রিত হয়, উহা জাগরণের সৃষ্টি করে এবং যে ভয় আশার সহিত মিশ্রিত হয় না, উহা

কাপুরুষতার সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তির ঘরে ডাকাত পড়িবার আশঙ্কা থাকে এবং সে আশা রাখে যে, সে ডাকাতদিগকে পরাজিত করিবে; সে জাগ্রত ও হুসিয়ার থাকে এবং মোকাবিলা করিবার আয়োজন করে। সে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া যায় না। কিন্তু আশাহীন ব্যক্তি ঘর ছাড়িয়া ভাগিয়া যায় এবং কাপুরুষতা দেখায়। অনুরূপভাবে যাহার মনে আশা জাগ্রত হয় অথচ ভয়ও থাকে, সে কোরবাণী করে। যাহার মনে আশার সহিত ভয় থাকেনা, সে অলস হয় এবং নিজের কাজ অপরের উপর চাপাইয়া দেয়। সুতরাং ভয় ও আশা একত্র হইলে একদিকে তীব্র চেতনা জাগ্রত হয় এবং অপরদিকে চরম কোরবাণী প্রকাশ পায়। যে আশা করে যে, একের পরিবর্ত্তে দশ পাইবে, সে এক খরচ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। সে ইহাই বলিবে যে, ইহা ফেলিয়া দাও, ইহার পরিবর্তে, দশ পাওয়া যাইবে। সুতরাং আশার সহিত কোরবাণী এবং ভয়ের সহিত অবশ্যম্ভাবী জাগরণের সৃষ্টি হয়।

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

o

# আহ্‌মদী আমাদের ভাই

## —শেখুল আজ্‌হারের তাজা মন্তব্য।

### শেখুল আজহারের সহিত মোম্বাসার ইসলামিক মিশনের ডাইরেক্টর শেখ আলবীর সাক্ষাৎ।

ইদানিং মোম্বাসার ( পূর্ব আফ্রিকা ) মুসলিম সাংস্কৃতিক স্কুলের প্রিন্সিপাল এবং ইসলামিক মিশনের ডাইরেক্টর শেখ আলবী মিশর ভ্রমণ শেষ করিয়া পূর্ব আফ্রিকার সংবাদ পত্রগুলিতে একটি বিবৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, আজহার ইউনিভারসিটির রেক্টর শেখুল আজহার মাহমুদ শেলতুত তাঁহার এক প্রশ্নের উত্তরে আবেগ ভরে জোরাল ভাষায় উত্তর দেন যে, "আহমদীগণ আমাদের ইস্‌লামী ভাই"। জনাব শেখ আলবী সাহেব গত কয়েক মাস যাবৎ মুসলিম দেশ গুলিতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি মিশরে যথেষ্ট সময় অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি আজহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের বড় বড় উলেমা এবং খ্যাতনামা

প্রফেসরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি বিশেষভাবে আজহার ইউনিভারসিটির রেক্টর এবং প্রধান অধ্যক্ষ মাহমুদ শেলতুতের সহিত তাহার যে সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়, উহা অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও প্রণিধানযোগ্য এবং ইহা বিশেষ করিয়া পাকিস্তানী মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ১৯৬৩ সালের ১লা তারিখে ইষ্ট আফ্রিকান টাইমস পত্রিকা হইতে আল-ফজলের পাঠকদের জন্য উক্ত লিখিত বর্ণনার হুবহু অনুবাদ পেশ করা গেল।

মোম্বাসার শেখ আলবী সাহেব লিখিতেছেন, "কেনিয়া আফ্রিকান মুসলিম ইউনিয়নের নেতৃত্বে আমি মুসলিম রাজ্য গুলি এবং ইসলামী দেশগুলি এতদ্দোশ্যে ভ্রমণ করিয়া আসিলাম যে, তথাকার সামাজিক এবং শিক্ষানৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া তাহার আলোকপাতে নিজেদের দেশে কার্যক্রম প্রণয়ন করা যায়। তদনুযায়ী এই ভ্রমণে আমার প্রায় ৭ মাস মিশরের আজহার ইউনিভারসিটিতে অবস্থান করিবার সুযোগ হইয়াছিল। এই সময়ে বড় বড় খ্যাতনামা এবং ইসলামী জ্ঞানের বিশেষজ্ঞ প্রফেসারগণের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহাদিগের সহিত মত-বিনিময় ও ব্যক্তিগত পরিচয় হয়। কিন্তু এই সকল খ্যাতনামা অধ্যাপকগণের মধ্যে যে বিরাট পুরুষ, বিশেষভাবে আমার হৃদয়ে দাগ কাটিয়াছেন তিনি হইলেন আজহার ইউনিভারসিটির রেক্টর মাহ্মুদ শেলতুত। খোদা-তা'লা তাঁহাকে জ্ঞানের সম্পদ যেন ঢালিয়া দিয়াছেন। তিনি ইসলামী ফেকা এবং মুসলিম আইনের সর্ব্বজন স্বীকৃত শক্তিশালী বিশেষজ্ঞ। তিনি নিজের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশে নির্ভীক এবং তিনি লোকনিন্দার ভয় না করিয়া নিজের আকিদা প্রকাশ করিয়া থাকেন। নিঃসন্দেহে তিনি একজন নির্ভীক জ্ঞানবীর। শেখ আলবী সাহেব বলিতেছেন যে, "আমি আলাপ আলোচনার মধ্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ; আপনি আহ্মদীদের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন ?" আল্লামা শেলতুত সাহেব জোরাল ভাষায় আবেগ ভরে বলিলেন, "আহমদী-গণ আমাদের মুসলমান ভাই। তাহারা একই কলেমা তৈয়বের উপর ঈমান রাখে যাহার উপর আমরাও ঈমান ও এতেকাদ রাখি।" এই উত্তর দিয়া আল্লামা শেলতুত প্রশ্নবোধক ভাষায় বলিলেন, "কি, ইহাই কি সত্য নহে ?"। শেখ আলবীর সাহেব বর্ণনা করিতেছেন যে, তিনি আলোচনা কালে আল্লামাকে বলেন, "আহমদীগণ হযরত মসিহ্কে মৃত বলেন, আপনি এ বিষয়ে কি বলেন ?" আজহার ইউনিভারসিটির রেক্টর আল্লামা শেলতুত জবাবে বলেন, "এই আকিদায় আমি সম্পূর্ণরূপে তাহাদের সহিত একমত। খোদা-তা'লার সমস্ত মামুর 'মুরছেল' নবী যে ভাবে মারা গিয়াছেন মসিহ্ (আঃ)-ও ঠিক সেইভাবেই মারা গিয়াছেন।" এই

কথা বলার পর আল্লামা শেলতুত আরও বলিলেন, "আমার ইহা আন্তরিক ঈমান ও আকিদা এবং এ বিষয়ে আমি মোটেই কাহারও পরোয়া করি না যে, ইহার দ্বারা আহমদী বা আর কাহারও বিশ্বাসে সাহায্য হয়।" জনাব শেখ আলবী সাহেব তাঁহার ভ্রমণ শেষ করিয়া সকল মুসলমান ফেরকার প্রতি এক দরদপূর্ণ আবেদন করিয়াছেন, যেন তাঁহারা আভ্যন্তরিণ মতভেদকে ইসলামী স্বার্থে ও উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করিতে না দেন।

[ ১৯৬৩ সনের ১৪ই সেপ্টেম্বরের দৈনিক আল-ফজল হইতে উদ্ধৃত ]

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

O

# পরকাল

মৌলবী মোহাম্মাদ

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

## পরকালে অবিশ্বাস

মানব জাতির মধ্যে আর একদল আছে এবং উহা আজ বৃহৎ এক দল, যাহারা পরকালে বিশ্বাস রাখে না। তাহারা কমিউনিষ্ট। কমিউনিজমের ভাবধারা আজ জগতকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই মতবাদে পরকাল বলিয়া কিছু নাই।

### পরকালে অবিশ্বাসের উৎপত্তিস্থল :

স্বয়ং আল্লাহ্-তা'লা প্রত্যেক নবী ও তাহার শিক্ষার মারফৎ মানুষকে পরকালে বিশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে অবিশ্বাস কে আনিয়া দিল? বিচিত্র মনে হইলেও পরকালে

বিশ্বাসীগণের কর্ম ও বিশ্বাসধারাই এই মতবাতের জন্মদাতা। বিশ্বাসীগণের অধঃপতিত অবস্থায় বিরূপ কর্মপদ্ধতিও তাহাদিগের দ্বারা রচিত অভিনব যুক্তিহীন বিশ্বাস সমূহের বিষময় প্রক্রিয়ায় এই ভাবধারার সৃষ্টি ও প্রসার। ইহা অবিশ্বাসী সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই পরন্তু বিশ্বাসীগণের কর্মমূলকে ধীরে ধীরে কাটিয়া তাহাদিগকেও অবিশ্বাসীর পর্যায়ে ঠেলিয়া দিয়াছে।

## অন্ধবিশ্বাসীগণের পরকালের বিশ্বাসে নাভিশ্বাস

পরকাল সম্বন্ধে এ যাবৎ আমরা বিভিন্ন প্রচলিত মতের পর্যালোচনা করিতে যাইয়া দেখিয়াছি যে, যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য কোন ধারণা কোনটির মধ্যে নাই। আল্লাহ্-তা'লা মানুষকে যুক্তিবাদী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং পরকাল সম্বন্ধে আলোচিত অযৌক্তিক ধারণাসকল কালক্রমে মানুষের যুক্তিবাদী মনের অলক্ষ্য বিচারের দাঁড়িপাল্লায় হালকা হইয়া তাহার বিশ্বাস ও কর্ম ধারায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা স্বাভাবিক ছিল। পুনর্জন্ম, জন্মান্তর এবং শেষ বিচারের দিনে ভৌতিক উত্থানে বিশ্বাস রাখিতে গিয়া উত্তরবিহীন যে সকল প্রশ্নের সারি মনের মধ্যে ভিড় জমায়, তাহাতে মানুষের যুক্তিবাদী মৌরুসী মন বিশ্বাসের অন্তরালে অযৌক্তিকতার তিমিরে হাবুডাবু খাইয়া পরকাল বিষয়ে কেহ বিশ্বাস ভ্রষ্ট এবং কেহ কর্ম ভ্রষ্ট হইতে বাধ্য। যাহারা মৌরুসী বিশ্বাসকে চরম ভাবিয়া নিজ যুক্তিকে সালাম জানাইয়া বিদায় দিয়াছে, তাহারা ওয়ারিস সুত্রে যাহা শুনিয়াছে তাহাকে অন্ধভাবে চরম সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি তাহাদিগের প্রতি ইহার প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে নাই। পরকাল সম্বন্ধে তাহাদিগগের অযৌক্তিক ধারণা তাহাদিগকে কর্মশিথিল করিয়া দিয়াছে এবং যাহারা তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী তাহারা পরকাল সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহারা পরকালকে অবিশ্বাস করিয়াছে। পরকালের বিদ্যমানতার কোন যুক্তি ও প্রমাণ না পাইয়া তাহারা উল্টা পথে চলিয়া পরকাল না থাকার সম্বন্ধে প্রমাণের প্রবল পাহাড় রচনা করিয়া পরকালে মৌরুসী বিশ্বাস স্থাপনকারীদিগকে আজ স্বদলে ভিড়াইবার কাজে মাতিয়া উঠিয়াছে। তাহারা আজ ইহাই প্রমাণ ও প্রচার করিতে ব্যস্ত যে, মানুষ মরিয়া গেলে সব শেষ হইয়া যায়। অন্ধবিশ্বাসীগণের যুক্তির অভাবে তাহাদিগের দল দিনে দিনে বেশ ভারি হইয়া উঠিয়াছে। ফলে একদিকে অন্ধ বিশ্বাসীর দল কর্ম-ভ্রষ্ট হইয়াছে এবং অপরদিকে যুক্তিবাদীর দল বিশ্বাস-ভ্রষ্ট হইয়াছে। যাহারা পরকালে গোঁড়া বিশ্বাসী তাহাদিগের ক্রিয়াকলাপ ও বিরূপ ধর্মাচরণ, তাহাদিগের স্বীকৃত বিশ্বাসের বিরোধী। তাহারা মুখে পরকালকে স্বীকার করে কিন্তু তাহাদিগের কাজ পরকালে অস্বীকৃতির প্রকাশক। পরকালে অবিশ্বাসীদল প্রকাশ্য উক্তি ও যুক্তি দ্বারা পরকালকে ব্যঙ্গ

করে এবং গোঁড়া বিশ্বাসীর দল তাহাদিগের কাজ দ্বারা পরকালকে ব্যঙ্গ করে। এই জন্য আল্লাহ্-তা'লা তাহাদিগের সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন,

ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين -

"এবং মানুষের মধ্যে আছে যাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস করি,' অথচ তাহারা মোটেই বিশ্বাসী নহে।"

( সুরা বকর—২য় রুকু )

এই সকল লোক পরকাল সম্বন্ধে মুখে জোরদার স্বীকৃতি জানাইলেও কাজের দিক দিয়া তাহাদিগের পরকালের বিশ্বাসে নাভিশ্বাস উঠিয়াছে।

## অবিশ্বাসীগণের কার্যে বিশ্বাসের সাক্ষ্য

পক্ষান্তরে যাহারা পরকালে অবিশ্বাস করে তাহাদিগের কাজের পর্যালোচনা করিলে আমরা পবিত্র কোরআন বর্ণিত আর এক সত্যের সন্ধান পাই। আমরা এই প্রবন্ধের গোড়াতেই আলোচনা করিয়াছি যে, পরকাল না থাকিলে পাপ ও পুণ্য এবং ভাল ও মন্দ বলিয়া কিছু থাকে না এবং তাহার ফলে আইন কানুন মানার কোন যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজন থাকে না। যুক্তিযুক্তভাবে অবিশ্বাসীদিগের রাজ্যে ইহা থাকা উচিৎ নহে। কারণ তাহাদিগের দাবী অনুযায়ী তাহারা বিবেক মুক্ত হওয়া উচিৎ। সেখানে সকল বিষয়ের অবাধ স্বাধীনতা থাকা উচিৎ। কিন্তু কার্যত: পরকালে অবিশ্বাসী কমিউনিষ্ট রাজ্যেও আমরা ইহার বিপরীত ব্যবস্থা দেখি। সেখানে নিয়মের বাঁধনের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি দেখিতে পাই। তথায় ভাল ও মন্দের বিচার, আইন ভঙ্গের কঠোর শাস্তি এবং কাজের পুরস্কারও রহিয়াছে। সেখানে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার সর্বাপেক্ষা দৃঢ় ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। তাহারাও কাজের পরিণামকে মূল্য দেয়। তাহাদিগের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা মানার স্বভাব এক উর্দ্ধতন আইন শৃঙ্খলার সন্ধান দেয় এবং পরিণাম মানার স্বভাব এক মহাপরিণামের নিশ্চিত সঙ্কেত দেয়। সুতরাং পরকাল বিষয়ে তাহাদিগের গোপন বিবেক তাহাদিগেরই কার্যের মাধ্যমে তাহাদিগের নিকট হইতে এক মহাপরিণাম দিবসের স্বীকৃতি আদায় করিয়া লইতেছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন :

لا اقسم بيوم القيمة - ولا اقسم بالنفس اللوامة -

অর্থাৎ "আমি কেয়ামত দিবসের কসম খাইতেছি এবং ( উহার প্রমান স্বরূপ ) আমি মানুষের বিবেকের কসম খাইতেছি।"

( সুরা কেয়ামত, ২য় রুকু )।

এখানে আল্লাহ্-তা'লা মানুষের বিবেককে কেয়ামতের দিনের অর্থাৎ পরকালের সাক্ষী স্বরূপ পেশ করিয়াছেন। আল্লাহ্-তা'ল

মানুষের বিবেককে এরূপভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, উহার রহিরাবরণকে যতই বিকৃত করা হউক না কেন, উহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাঁটা ধ্রুবতারার ন্যায় পরকালের দিকে সঙ্কেতশীল থাকে। তাই আমরা দেখি যাহারা পরকালকে অস্বীকার করে তাহারা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার পরিহার করিলেও মানবতার মৌলিক সত্য, যাহা ধর্মজগত হইতে আহরিত, সেগুলিকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহারা সকল কাজের পরিণামকে অস্বীকার করিয়া ভাল মন্দ, ন্যায়, অন্যায় এবং আইন শৃঙ্খলার গণ্ডিকে ডিঙ্গাইয়া স্বাধীন হইতে পারে নাই। সুতরাং তাহাদিগের পার্থিব ব্যবহার ও কাজ পরকালের অস্তিত্বের মুমূর্ষ কিন্তু সুস্পষ্ট স্বীকৃতি জানাইয়া তাহাদিগকে অপরাধী করিতেছে।

## পরকালে পূর্ণাঙ্গ অবিশ্বাসী নাই ঃ

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরকালে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীগণের যে আলোচনা করিলাম তাহাতে দেখা যাইতেছে ইহাদিগের কেহই পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসী বা পূর্ণাঙ্গ অবিশ্বাসী নহে। পাঠক বিশেষ অনুসন্ধান করিলেও জগতে একজনকেও পূর্ণাঙ্গ অবিশ্বাসী পাইবেন না। পক্ষান্তরে পরকাল সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসী জগতে বহু আছে। সে সম্বন্ধে অবশ্য আমরা এখনও আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। ইনশা-আল্লাহ্ ইহার পর আমরা আলোচনা করিব।

## পরকালে বিশ্বাস সম্বন্ধে মানবজাতির বিভাগ ঃ

পরকালে বিশ্বাস বিষয়ে মানুষকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ—

১। যাহারা মুখে স্বীকারে করে, অথচ কার্য দ্বারা অস্বীকার করে।

২। যাহারা মুখে স্বীকার করে না, কিন্তু কাজের মাধ্যমে স্বীকৃতি জানায়।

৩। যাহারা মুখে, মনে, জ্ঞানে ও কাজে স্বীকার করে।

## প্রকৃতিগতভাবে মানব পরকালে বিশ্বাসী ঃ

আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, যাহারা মুখে পরকালে অবিশ্বাস ঘোষণা করে, তাহাদিগের ব্যবহার তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, এবং যাহাদিগের ব্যবহার তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করে, তাহারা মুখে পরকালের জোরদার ঘোষণা জানায়। উভয় অবস্থাই মানবের পরকালে বিশ্বাসের বিকৃত প্রকাশ জানায় এবং দুই অবস্থাই পরকালের সত্যতা সম্বন্ধে মানব-প্রকৃতির জলন্ত সাক্ষ্য। সুতরাং মানব প্রকৃতিগতভাবে পরকালে বিশ্বাসী। সত্য কথা এই যে, পরকাল সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবের জন্য মানবের কাজ ও বিশ্বাসের মধ্যে মিল নাই। পরকাল সম্বন্ধে মানবকে সঠিক জ্ঞান দেওয়া হইলে এবং সে

উহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে, যে ব্যক্তি মুখে স্বীকার করিয়া কাজে পরকালকে অস্বীকার করে, তাহার কাজেও স্বীকারুক্তি প্রতিফলিত হইবে এবং কার্যের মাধ্যমে যাহার স্বীকৃতি প্রকাশ পাইতেছে, অথচ মুখে অস্বীকৃতি নিঃসৃত হইতেছে, সে মুখেও উহা স্বীকার করিবে।

পরকালের বিশ্বাসে নাভিশ্বাস প্রকৃত পক্ষে মানব জাতির অস্তিত্বের নাভিশ্বাস।

জগতময় আজ মানব জাতির পরকালের বিশ্বাসে নাভিশ্বাস দেখা দিয়াছে। তাই তাহাদিগের অস্তিত্বের প্রশ্নেও আজ নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। মানবকে বাঁচিতে হইলে আজ পরকাল বিষয়ে তাহাকে ভালভাবে অবহিত হইতে হইবে এবং নিজ নিজ বিশ্বাস ও কার্যধারায় সংশোধন আনয়ন করিতে হইবে। কিন্তু জগতজোড়া মৃতপ্রায় বিশ্বাসে কে আজ প্রাণের সঞ্চার করিবে? যে উৎস হইতে প্রাণবন্ত বিশ্বাস আসে আমাদিগকে সেই উৎসের মুখে যাইতে হইবে। যে ধারায় আল্লাহ্-তা'লা প্রত্যেক যুগসন্ধিক্ষণে মানবকে বিশ্বাসের সম্পদে ভূষিত করিয়াছেন, আমাদিগকে সেই ধারার নিকট আশ্রয় লইতে হইবে।

ক্রমশঃ

# পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার ৪৪তম বাৎসরিক জলসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্মীয়ার ৪৪তম বাৎসরিক জলসা গত ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ ইসাব্দে আরম্ভ হইয়া আল্লাহ্-তা'লার অশেষ রহমতে ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ ইসাব্দে অভূত-পূর্ব সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হয়। এইবারকার জলসায় হযরত সাহেবজাদা হাফেজ মির্যা নাসের আহ্মদ সাহেব এম. এ (অক্সন) এইচ. এ. এবং আল্লামা আবুলআতা জলন্ধরী এবং আরো বিশিষ্ট আলেমগণ পশ্চিম পাকিস্তান হইতে শুভাগমণ করিয়া জলসার রৌনক বৃদ্ধি করেন।

প্রথম দিনের জলসা বাদ জুমা বেলা ৩টার সময় কোরআন করীম তেলাওয়াতের পর

হযরত সাহেবজাদা মির্যা নাসের আহ্‌মদ সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়।

জলসার প্রারম্ভে জনাব সভাপতি সাহেব এবং উপস্থিত সকলেই জলসার কামিয়াবীর জন্য দোয়া করেন। দোয়ার পর জনাব মোহাম্মাদ সামসুর রহমান সাহেব, চেয়ারম্যান জলসা কমিটি উপস্থিত মেহমানগণকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং জলসার সাফল্যের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার আহ্বান জানান। অতঃপর হযরত জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ, আমির, পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহার উদ্বোধণী বক্তৃতায় সমবেত সকলকে জলসার প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং জলসাকে সফল করিয়া তুলিতে এবং ইস-লামকে জয়যুক্ত করিতে উদাত্ত আহ্বান জানান। তৎপর জলসার উক্ত দিনের নির্ধারিত বক্তা আল্লামা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, মৌলবী মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী সাহেব, এবং শেখ মোবারক আহ্‌মদ সাহেব, (অফ্রিকার ভূতপূর্ব মুসলিম মিশনারী) যথাক্রমে খাতামান নবীঈন, ইসলাম ও নৈতিকতা, এবং আফ্রিকায় ইসলাম প্রচার সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ, তথ্যবহুল মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্বশেষে জনাব সভাপতি সাহেবের উচ্চ আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ভাষণের পর দোয়া সহ জলসা ঐ দিনের জন্য সমাপ্ত হয়।

জলসা প্রাঙ্গনের ভিতরে এবং বাহিরে কয়েক সহস্র লোক জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতাদি অতীব মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন।

২য় দিনে (শনিবার ২৮শে সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা হইতে ১১টা পর্যন্ত লাজনা ইমাউল্লার (মহিলাদের) অধিবেশন হয়। সেখানেও হযরত সাহেবজাদা মির্যা নাসের আহ্‌মদ সাহেব ও আল্লামা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব মহিলাদের উদ্দেশ্যে পর্দার অন্তরাল হইতে নছিহতপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

উক্ত দিবসে বেলা ৩টার সময় কোরআন করীম তেলাওয়তের পর জনাব ডাক্তার অবদুল হামিদ (চিফ মেডিকেল অফিসার পি. ই. রেলওয়ে) সাহেবের সভাপতিত্বে বৈকালিক অধিবেশন শুরু হয় এবং ইয়াজুজ মাজুজ সম্বন্ধে মৌলবী ইজাজ আহ্‌মদ সাহেবের বক্তৃতার পর দীর্ঘ ৩ ঘণ্টার জন্য বিরতি হয়।

উক্ত বিরতির সময় পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তরফ হইতে হযরত সাহেবজাদা মির্যা নাসের আহ্‌মদ সাহেব, আল্লামা আবুল আতা সাহেব, শেখ মোবারক আহ্‌মদ সাহেব এবং পশ্চিম পাকিস্তান হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি জনাব শেখ বশির আহ্‌মদ সাহেবের সম্মানার্থে শাহাবাগ হোটেলে টি পার্টির আয়োজন করা হয়। ইহাতে

পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি জনাব আমিরউদ্দিন সাহেব, ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জাস্টিস এ. কে. এম, বাকের সাহেব; পূর্ব-পাকিস্তান রাজস্ব বোর্ডের মেম্বার জনাব এস. এম. হাসান সাহেব, পূর্ব-পাকিস্তান আইন পরিষদের সিনিয়র ডেপুটি স্পিকার জনাব গমিরুদ্দিন প্রধান সাহেব, ঢাকা বিভাগের কমিশনার জনাব গিয়াসদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা প্রফেসার জনাব ডাক্তার কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব এবং ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট আল-হাজ মৌলানা ফজলুল করীম সাহেব সহ ঢাকা নগরীর আরো বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সাংবাদিক-বৃন্দ উক্ত টি পার্টিতে শরীক হন। টি পার্টিতে ইসলামের খেদমতে আহমদী জমাতের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রশ্নের জবাবে হযরত সাহেবজাদা সাহেব, শেখ বশির আহ্‌মদ সাহেব ও শেখ মোবারক আহ্‌মদ সাহেব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

সর্বশেষে জনাব সামসুর রহমান সাহেব পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার তরফ হইতে উপস্থিত মেহমানগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সাহেবজাদা সাহেবের নেতৃত্বে দোয়ার পর টি পার্টি সমাপ্ত হয়।

অতঃপর সন্ধ্যা ৭টায় পুনরায় দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে জনাব এস. এম. হাসান সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার কাজ শুরু হয় এবং রাত্রি ৯টা পর্যন্ত চলিতে থাকে। সভায় জনাব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশের ঘটনাবলি সম্বন্ধে এবং আল্লামা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর রবিবার জলসার তৃতীয় এবং শেষ দিবসের প্রাতঃকালিন অধিবেশন চলে সকাল ৮-৩০ মিনিট হইতে ১১-৩০ মিনিট পর্যন্ত এবং তাহাতে সভাপতিত্ব করেন জনাব শেখ বশির আহ্‌মদ সাহেব, পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি।

পবিত্র কোরআন তেলাওতের পর জলসার কার্য শুরু হয় এবং তাহাতে হযরত মোসলেহ্ মাউদ (আইঃ)-এর নেতৃত্বে আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে আল্লামা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, ইসলাম ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে জনাব এস. এম. হাসান সাহেব, প্রতিবেশীর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে শেখ মোবারক আহ্‌মদ সাহেব এবং ওয়াক্‌ফে জদীদ ও তাহ্‌রীকে জদীদের গুরুত্ব সম্বন্ধে জনাব মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ্ সাহেব বক্তৃতা করেন। সর্বশেষে জনাব শেখ বশির আহ্‌মদ সাহেব সভাপতির ভাষণের পরে সকালের জলসা সমাপ্ত হয়।

বৈকালিক জলসা বেলা ৩টার সময় পবিত্র কোরআন তেলওয়াতের পর শুরু হয়। পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেবের সভাপতিত্বে

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর জলসার কার্য শুরু হয়। তাহাতে বক্তৃতা করেন জনাব গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব, খেলাফত ইসলামের একটি আবশ্যিকস্তম্ভ এই সম্বন্ধে, জনাব শেখ বশির আহ্‌মদ সাহেব ইসলাম ও বস্তুবাদ সম্বন্ধে, আল্লামা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব আল্লাহ্-তা'লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এবং জনাব শেখ মোবারক আহ্‌মদ সহেব হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ আঃ )-এর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে। সর্বশেষে হযরত সাহেবজাদা হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ সাহেব এক আবেগময় বক্তৃতায় জলসায় উপস্থিত প্রায় ৪/৫ হাজার শ্রোতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, আহ্‌মদী জামাত আল্লাহ্-তা'লার আদেশানুযায়ী সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারে লিপ্ত এবং এই প্রচার আল্লাহ্-তা'লা নানাভাবে জামাতকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি সমস্ত মুসলমানগণকে দলগত মতভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে বিদেশে ইসলাম প্রচার এবং খৃষ্টানদের মুকাবিলা করিতে আহ্বান জানান। অতঃপর ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়ার পরে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানের সাফলামণ্ডিত ৪৪তম বাৎসরিক জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মাদ সামসুর রহমান
চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি

o

## খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার এজ্‌তেমা

পূর্ব-পাকিস্তান খোদ্দামুল আহমদীয়ার দ্বিতীয় বার্ষিক এজ্‌তেমা ২রা ও ৩রা নভেম্বর রোজ শনি ও রবিবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইন্‌শাল্লাহ্। ইজ্‌তেমাকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও আকর্ষণীয় করিয়া তোলার জন্য নূতন নূতন আইটেম সংযোগ করা হইতেছে। বন্ধুগণ এখন হইতে এজ্‌তেমায় শরীক হইবার জন্য খোদ্দাম এবং আৎফালদিগকে তৈরী করিতে থাকুন।

# সংগ্রহ

## আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল

### দৈনিক পাঁচ পয়সা ব্যয়ে সুস্থ জীবন যাপনের পন্থা

একটি স্কটীশ কোম্পানী মানুষের খাদ্য-রূপে ব্যবহার্য অত্যধিক প্রোটিন সমৃদ্ধ ও প্রায় স্বাদবিহীন মৎসচূর্ণ প্রস্তুত করেছে। যে সব দেশ পুষ্টিহীনতার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তথায় রফতানীর জন্যে কোম্পানী তা ব্যাপকভাবে উৎপাদন করতে প্রস্তুত রয়েছে। প্রস্তুতকারকগণ দাবী করেন যে, এই মৎসচূর্ণের সাহায্যে দৈনিক মাত্র ৫ পয়সা ব্যয়ে সুস্থভাবে জীবন ধারণ করা সম্ভব।

ক্যালে ডোনিয়ান ফিশ মীল কোম্পানী (এবাডীন) লিমিটেড্ নামক উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান এই মৎসচূর্ণের সাহায্যে বিশেষভাবে এক ধরণের পাউরুটি প্রস্তুত করেছে এবং সম্প্রতি তা এডিনবরা প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করেছে।

বৃটিশ দর্পন

৩১শে আগষ্ট, ১৯৬৩ ইসাব্দ

### খৃষ্টীয় প্রথম যুগে গুহায় নির্ম্মিত গীর্জ্জা তুরস্কের এনাটোলিয়ার পার্ব্বত্য অঞ্চলে আবিষ্কার

আঙ্কারা, ২৭শে আগষ্ট।— তুরস্কের আনাটোলিয়া প্রদেশে হিহলা ও সেলিম অঞ্চলের এক উপত্যকায় পাহাড়ের গুহায় অবস্থিত খৃষ্টীয় প্রথম যুগের কয়েকশত গীর্জ্জা, মঠ ও সন্ন্যাসীদের কক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গুহার মধ্যে অবস্থিত এই সকল গীর্জ্জার দেওয়ালের গায়ে অঙ্কিত সাধু-সন্ন্যাসীদের ছবি এবং বাইবেলের আমলের দৃশ্যাবলী হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এই সকল গীর্জ্জা ও মঠ খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। গীর্জ্জা, মঠ প্রভৃতির সংখ্যাধিক্যের সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, সে যুগে মঠ ও তীর্থস্থানগুলিতে বিপুল জন-সমাগম হইত।

আজাদ

২৮শে আগষ্ট, ১৯৬৩ ইসাব্দ

## আঠা দিয়ে ক্ষত জোড়া'

আধুনিক অস্ত্রোপচারে সেলাইয়ের প্রয়োজন দূর হয়ে যাচ্ছে। অস্ত্রোপচারের পর ক্ষত সেলাই করে দেওয়াটা এখন প্রাচীন পদ্ধতি বলে পরিগণিত। আধুনিকতম পদ্ধতি হচ্ছে আঠা দিয়ে চামড়া জুড়ে দেওয়া।

এই আঠা হচ্ছে বীজাণুবারকযুক্ত এক ধরণের কৃত্রিম রজন। স্বাভাবিকভাবে সম্পূর্ণ জুড়ে না যাওয়া পর্যন্ত এই আঠা চামড়া আটকে রাখে।

চামড়া জুড়ে গেলে আঠা আপনা থেকেই ঝরে যায় এবং মাত্র একটা অস্পষ্ট ক্ষত চিহ্ন রেখে যায়।

অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনের কৃতিত্ব হচ্ছে ডাঃ বি, আর, ষ্ট্রাটসমারের।

লস এঞ্জেলসের মেডিক্যাল স্কুলে তিনি এবং তাঁর সহকারিবৃন্দ প্রমাণ করেছেন যে, এই আঠা বিশেষভাবে কাজে লাগবে যে সব সার্জন চোখে অস্ত্রোপচার করেন, যে ক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্ম সেলাইও জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। আর এই আঠা এমন যা গ্রীষ্ম প্রধান দেশে গলে যাবে না বা ঠাণ্ডায় জমেও যাবে না।

দেশ

২১ আষাঢ়, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

## কৃত্রিম রাসায়নিক কাঠ

মার্কিন বিজ্ঞানীরা কাঠের একটি বিকল্প আবিষ্কার করেছেন। তারা মনে করেন বহুবিধ ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হবে।

ওহায়োর অ্যাক্রনে অবস্থিত গুড়ইয়ার রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে গবেষণার ফলে কঠিন রাবার, রজন ও রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে এই কৃত্রিম কাঠ প্রস্তুত করা হয়েছে।

গুডইয়ার জানাচ্ছেন এই কৃত্রিম কাঠ দিয়ে বন্দুকের কুঁদা, ক্রিকেটের উইকেট, গল্‌ফ স্টিকের মাথা, জুতার ফরমা, মেয়েদের জুতার উঁচু গোড়ালি প্রভৃতি তৈরি হচ্ছে।

এই রাসায়নিক কাঠ ব্যবহারিক দিক থেকে সম্পূর্ণ উপযোগী। বরং একদিক থেকে সম্পূর্ণ উপযোগী। বরং একদিক থেকে এর উপযোগিতা প্রাকৃতিক কাঠ অপেক্ষাও বেশি। আর্দ্রতায় কাঠের ক্ষতি হয়, কিন্তু এতে রাসায়নিক কাঠের কোনই বিকৃতি ঘটে না।

দেশ

২১শে আষাঢ়, ১৩৭০ ইসাব্দ

## কি কারণে শাস্তি আসে ?

ধর্মসংক্রান্ত মতভেদের কারণে পৃথিবীতে কেহই শাস্তি পায় না। ইহার বিচার হইবে কেয়ামতের দিন। পৃথিবীতে শাস্তি আসে দুষ্কার্য, অত্যাচার ও পাপের বাড়াবাড়ির কারনে।

কিশতিয়ে নূহ : মসিহে মাউদ, পৃঃ ৭

## —ঃ খবর ঃ—

হযরত সাহেবের স্বাস্থ্য ঃ—রাবওয়া হইতে প্রাপ্ত সর্বশেষ খবরে প্রকাশ হুজুরের স্বাস্থ্য এখন খোদার ফজলে ভাল। সকলেই হুজুরের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য দর্দে দিলের সহিত দোয়া জারী রাখিবেন।

* * *

আল্লাহ্-তা'লার অপার অনুগ্রহে ঢাকায় তিনদিবস ব্যাপী পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার ৪৪তম বাৎসরিক সম্মেলন খুবই শানশওকতের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এবারের জলসার বিশেষ আকর্ষণ হইল হযরত সাহেবজাদা মির্যা নাসের আহ্মদ সাহেব, সদর, সদর আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার প্রথম পূর্ব-পাকিস্তান আগমন ও জলসায় যোগদান। প্রদেশের বিভিন্ন জায়গা হইতে স্ত্রী ও পুরুষ সহ প্রায় ১২০০ আহমদী জলসায় যোগদান করেন। সুদূর পল্লী অঞ্চল হইতেও বহু জেরে তবলীগ বন্ধু ও মহিলারাও জলসায় সামিল হন। ইহা ছাড়াও শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণ জলসায় শরীক হন।

* * *

হযরত সাহেব জাদা মির্যা নাসের আহ্মদ সাহেব রবওয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া ৩ | ১০ | ৬৩ইং তারিখে রবওয়ায় বিশেষ এলান করিয়া ৪ | ১০ | ৬৩ইং তারিখে বাদ মগরেব মসজিদে মোবারকে এক সাধারণ সভা করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে সাফল্য জনক ভ্রমণ ও বাঙ্গালী আহ্মদীদের সেলসেলার জন্য ভালবাসা, এখলাস, কর্মকুশলতা, নিয়মানুবর্তীতা ইত্যাদির ভূয়সী প্রসংসা করেন। উক্ত সভায় মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, মৌলানা শেখ মোবারক আহ্মদ সাহেব ও চৌধুরী জহুর আহ্মদ সাহেবও অনুরূপ বক্তৃতা করেন। দুই ঘণ্টা যাবৎ জলসা কায়েম থাকে এবং এই জলসার ফলে বাঙ্গলার আহ্মদীদের সম্বন্ধে সমস্ত রবওয়াবাসীর মনে এক গভীর ছাপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। আল্হামদু-লিল্লাহ। আল্লাহ্-তা'লা আমাদিগকে যেন দ্বীনের খেদমতের যোগ্যতা দেন। আমীন।

O

দুই চারিটি কথা পালন করিয়া মনে করিও না যে, কর্তব্য শেষ করিয়াছি। খোদা তোমাদের মধ্যে আমূল পরিবর্তন দেখিতে চান। মরণ বরণ করিতে প্রস্তুত হও; তিনি তোমাদিগকে জীবন দিবেন।

—মসিহ মাউদ (আ:)

# আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকার সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান, সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

## আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে লেখা গ্রহণ করা হইবে না।

৩। লেখা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ লেখার অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ লেখা না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। লেখা এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় লেখা পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহমদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা

## বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌছান চাই।

## বিজ্ঞাপনের হার

| | | |
|---|---|---|
| সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা | প্রতি সংখ্যা | ৪০৲ |
| „ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম | „ | ২৫৲ |
| „ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম | „ | ১৫৲ |
| „ সিকি কলম | „ | ৮৲ |
| „ কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা | „ | ৭০৲ |
| „ „ „ „ অর্ধ | „ „ | ৪০৲ |
| কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ | প্রতি সংখ্যা | ৫০৲ |
| „ „ „ অর্ধ | „ „ | ২৫৲ |
| „ „ ৪র্থ পূর্ণ | „ „ | ৮০৲ |
| „ „ „ অর্ধ | „ „ | ৪০৲ |

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Works
for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca
*Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar*